

লা ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহা নাকা ইন্নী কুন্তু মিনাজ্জোয়ালীন। এরপর নিচের আয়াতটি পড় কমকরে ১ বার:-

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ
وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ

ফাস্তা জালা লাহ ওয়া নাজ্জাই নাহ মিনাল গাম্মি ওয়া কা যালিকা নুন জিল মু'মিনীন।

"তিনিই তখন তার ডাকে সাড়া দিয়ে তাকে উদ্ধার করেছিলেন এবং এভাবেই আমি মুমিনদেরও উদ্ধার করি।"

اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ،
وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ

রাসুল(স:) বলেছেন প্রতিদিন পড়তে: পাখাড়সম ঋণ পরিশোধের দোয়া:-

আল্লাহুম্মাক ফিনী বি হালালিকা. আ'ন হারা-মিকা ওয়া আথ নিনী বিফাদ লিকা'আন্মান সি ওয়াক

"হে আল্লাহ তোমার হালাল রুজী আমার জন্য যথেষ্ট করে দাও, হারাম রুজী থেকে বাচিয়ে দাও, আর তোমার দয়ায় আমাকে এমনভাবে স্বচ্ছল করে দাও যেন তুমি ছাড়া আর কারো কাছে ধর্ণা দিতে না হয়।"



ইনাল্লাহা হু ওয়ার রায্যাকু যুল কুও ওয়াতিল মাতীন।

আল্লাহ তা'আলাই তো জীবিকাদাতা শক্তির আধার, পরাক্রান্ত। (51:58)



আল্লাহ তা'আলাই তো আরোগ্যদাতা।

فَاللَّهُ خَيْرٌ حَفِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ

ফাল্লাহু খাইরুন হাফিয্জাও ওয়া হু ওয়া আরহামুর রাহিমীন

"আল্লাহ উত্তম হেফাযতকারী এবং তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু"। সুরা ইউসুফ: ৬৪।



ওয়াল্লাহু ইয়ায়্ব' (ইয়া আঈন যবর) সিমুকা মিনান্নাস।

আল্লাহ আপনাকে মানুষের কাছ থেকে রক্ষা করবেন। (5:67)

(স্বামী কিংবা স্ত্রী, শক্র যে কেউ ভাল হতে বাধ্য, প্রতিদিন পড়তে হবে, পরিক্ষীত)

ادْفَعْ بِآلَتِي هِيَ أَحْسَنُ فَأِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ

কাথাননাহু

ইদ ফাঅ' বিল্লাতী হিয়া আহসানু ফা ইয়াল্লাযি বাই নাকা ওয়া বাই নাহু আ' দা ওয়া তুন ~~কানাহ~~ ওয়া লিই উন হামীম। (41:34)

তখন দেখাবেন আপনার সাথে যে ব্যক্তির শক্রতা রয়েছে, সে যেন অন্তরঙ্গ বন্ধু।

وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ

ওয়া মানাহ রু ইল্লা মিন জন দিল্লাহিল আ' যিযিল হা কীম। (3:126)

আর সাহায্য শুধুমাত্র পরাক্রান্ত, মহাজ্ঞানী আল্লাহরই পক্ষ থেকে।

وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ

ওয়া আনাতু হুয়া আশ্ব না ওয়া আফ্ব না।

আর তিনিই ধনদৌলত দেন ও সুখ-সমৃদ্ধি প্রদান করেন(53:48)

فَارَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ ﴿٦١﴾

ফা আরাদু বিহি কাইদান ফা জা আআ' ল না হুমুল আসফা লীন।

উহারা তাহার বিরুদ্ধে চক্রান্তের সংকল্প করিয়াছিল; কিন্তু আমি উহাদেরকে অতিশয় হেয় করিয়া দিলাম।

(37:98)

وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرٌ الْمَكْرِينَ

ওয়া ইয়াম কুরুনা ওয়া ইয়াম কুরুল্লাহ। ওয়াল্লাহু খাইরুল মাকিরীন। (8:30)

আর তারা ষড়যন্ত্র করেছিল, আর আল্লাহও পরিকল্পনা করেছিলেন। আর পরিকল্পনাকারীদের মধ্যে আল্লাহই শ্রেষ্ঠ।

إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ

ইনা বাত্ব শা রাব্বিকা লা শাদীদ। (85:12)

নিঃসন্দেহে তোমার প্রভুর পাকড়া বড়ই কঠোর।

فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ

ফাদাআ' রাব্বাহু আনী মাশ্ব লুবুন ফানতাছির। (54:10)

নূহ(আ.): তাঁর প্রভুকে ডেকে বললেন -- "আমি তো পরাভূত হয়ে পড়েছি, অতএব তুমি সাহায্য করো।"

إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ ﴿٥٧﴾

ইনা কাফাই না কাল মুসতাহ যিইন (15:95)

আমিই যথেষ্ট তোমার জন্য বিদ্রোপকারীদের বিরুদ্ধে,

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٦﴾

আলা ইনা আওলিয়া আল্লাহি লা খাওফুন আ' লাই হিম ওয়া লাহুম ইয়াহ যানুন। (10:62)

মনে রেখো যারা আল্লাহর বন্ধু, তাদের না কোন ভয় ভীতি আছে, না তারা চিন্তাধিত হবে।

وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّحِيمِينَ ﴿١١٨﴾

রাব্বিগ ফির ওয়ার হাম ওয়া আন্তা খাইরুর রাহিমীন। (23:118)

وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ

كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿١٦﴾

ওয়া উখরা লাম তাক্ব দিরু আ' লাই হা ক্বাদ আহা হাল্লাহু বিহা। ওয়া কানাল্লাহু আ' লা কুল্লি শাইযীন ক্বাদীর। (48:21)

আর আরেকটি (বিজয়)এখানে যা তোমরা কবজা করতে পার নি, আল্লাহ এগুলোকে ঘিরে রেখেছেন। আর আল্লাহ সব- কিছুর উপরে সর্বশক্তিমান।

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ

আলহামদুলিল্লা হিলাযি বি নিয়' মাতিহি তাতিমুছ হুলিহাতু।

যাবতীয় প্রসংশা সেই আল্লাহর জন্য যার নিয়ামতে যাবতীয় নেক কাজ সম্পাদিত হয়।

এখন থাকে প্রতিদিন মা বাবার জন্য এই দোয়াটিই করতে হবে:-

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ
وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ

রাব্বানা ফির লী ওয়ালি ওয়ালি দাই য্যা ওয়া লিল মু'মিনীনা ইয়াও মা ইয়া কুমুল হিসাব।(14:41)

হে আল্লাহ! আমাকে ,আমার পিতামাতাকে ও সকল মুমিনগণকে হিসাবের দিন ক্ষমা করে দিও।

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ،
وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ،

আল্লাহুম্মা ইনী আউয়ুবিকা আন উশরিকা বিকা ওয়া আনা আ'লামু ওয়া আসতাথ্ব ফিরুকা লিমা লা আ'লাম

হে রব!তুমি আমায় তোমার সাথে শিরক করা থেকে বিরত রেখো ও অজান্তে শিরক হলে মাফ করে দিও।

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ
حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

রাব্বানা আতিনা ফিদুন ইয়া হাসানাতেও ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতেও ওয়া ফিনা আ'যাবানার।

হে রব! এই দুনিয়া ও পরকালের জন্য আমাকে কল্যাণ দাও।সেইসাথে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর।

عَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لَا إِلَهَ
إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴿٤٠﴾

গ্বা ফিরিয যামবি ওয়া ফ্বা বিলিত তাওবি শাদিদিল সৈ ফ্বাবি ,যিত্ব ত্বাওলি। লা ইলাহা ইল্লা হুয়া ইলাই হিল মাছীর।(40:3)

পাপ থেকে পরিব্রাণকারী ও তওবা কবুলকারী, কঠোর শাস্তিদাতা, অনুগ্রহ বর্ষণকারী। তিনি ছাড়া অন্য উপাস্য নেই, তাঁরই কাছে শেষ-আগমন।

الْمَرْشَرُ لَكَ صَدْرُكَ ﴿١﴾ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ﴿٢﴾ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ ﴿٣﴾

আলাম নাশ রাহ লাকা ছ্বাদ রাকা ,ওয়া ওয়া দ্বা' না আ'ন কা উইয রাকা।আল্লাযী আন ফ্বাদ্বা জ্বাহ রাকা।

আমরা কি তোমার বক্ষ প্রশস্ত করে দিই নি?আর আমরা তোমার থেকে লাঘব করেছি তোমার ভার, --যা চেপে বসেছিল তোমার পিঠে:(94:1-3)

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا
مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴿٥﴾

রাব্বানা লা তুযিগ্ব ফ্বলুবানা বাঅ' দা ইয হাদাই তানা ওয়া হাবলানা মিল্লাদুনকা রাহমাতা।ইনাকা আনতাল ওহ্ হাব।(3:8)

^১আমাদের প্রভু! আমাদের অন্তরকে বিপথগামী করো না আমাদের হেদায়ত করার পরে, আর তোমার নিকট থেকে আমাদের করুণা প্রদান করো। নিঃসন্দেহ তুমি নিজেই পরম বদান্য।

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ

ইয়্যা মুক্বালিবাল ক্বলুবি ছাব্বিত ক্বালবি আঅ' লা ধ্বীন।

হে অন্তর পরিবর্তনকারী,আমার অন্তরকে ঈমানের উপর স্থির রেখো।

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا (25:74)

فُرْقَةً أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ آدَمَاءٍ

রাব্বানা হাবলানা মিন আয ওয়া জিনা ওয়া যুরহিয়া তিনা কুরাতা আ'ইউনিও ওয়াজ আ'লনা লিল মুতাকীনা ইমামা।

'আমাদের প্রভূ! আমাদের স্ত্রীদের থেকে ও আমাদের সন্তান-সন্ততি থেকে চোখ-জোড়ানো আনন্দ আমাদের প্রদান করো, আর আমাদের তুমি বানিয়ে দাও ধর্মপরায়ণদের নেতৃস্থানীয়।'

رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ نُوْرًا وَأَغْفِرْ لَنَا ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . (66:8)

রাব্বানা আত মিন লানা নুও রানা ওয়াগ ফির লানা ইনাকা আ'আ' লা কুল্লি শাইয়ীন কাদীর।
হে আল্লাহ!আমাদেরকে নূর দিন ও ক্ষমা করুন। নিশ্চয়ই আপনি সর্বশক্তিমান।

وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ ﴿١٥﴾

ওয়াজ আ'আ' ল নী মিন ওয়া রাহ্বতি জারাতিন নাঈম। (26:85)

'এবং আমাকে সুখময় জান্নাতের অধিকারীদের অন্তর্ভুক্ত কর,

هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا ﴿١٠﴾

হাল আতা আ' লাল ইনসানি হি নুম মিনাদ্দাহ রি লাম ইয়া কুন শাইয়ান্মায় কুরা। (76:1)

মানুষের উপর এমন কিছু সময় অভিহিত হয়েছে, যখন সে উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল না।

لا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
না হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ

বাংলা অর্থ:
আল্লাহ ছাড়া কোনো তরফা নেই বা কোনো ক্ষমতা বা শক্তি নেই অথবা আল্লাহ ব্যতীত অস্তিত্ব দূর করার এবং কল্যাণ লাভের কোন শক্তি কারো নেই।

হাদিসের ঘোষণা অনুযায়ী, 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ'- জান্নাতের মূল ভিত্তিসমূহের একটি ভিত্তি। এর পাঠে জান্নাতে মূল ভিত্তির লাভ হয়। যাতে রয়েছে বান্দার যাবতীয় কল্যাণ।

কালেমাশুলো এই- (তিনবার বলবে)
سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ، وَرِضَا نَفْسِهِ، وَزِنَةَ عَرْشِهِ، وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ
আমি আল্লাহর প্রশংসাসহ পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছি— তাঁর সৃষ্ট বস্তুসমূহের সংখ্যার সমান, তাঁর নিজের সন্তোষের সমান, তাঁর আবেশের ওজনের সমান ও তাঁর বাণীসমূহ লেখার কালি পরিমাপ (অগণিত অসংখ্য)।
সুব্বহা-নাল্লা-হি ওয়া বিহামদিহী 'আদাদা খালক্বিহী, ওয়া রিদা নাফসিহী, ওয়া যিনাতা 'আরশিহী, ওয়া মিদা-দা কালিমা-তিহী।
মুসলিম 8/২০৯০, নং ২৭২৬।

রাসূলুল্লাহ (সা) যেসব বাক্যে দোয়া করতেন
আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
নিম্নোক্ত বাক্যে দোয়া করতেনঃ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فَتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَى وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِمَاءِ الطَّلْحِ وَالْبَرَدِ وَأَنْتَ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا أَنْقَيْتَ الثُّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْمَأْتَمِ وَالْمَغْرَمِ .

আল্লাহু ইল্লা! আউয়ুবিকা মিন কিভ্বা তিমারি ওয়া আযাবিমারি ওয়া আযাবিল ক্বাব্বি ওয়া কিভ্বাতিল ক্বাব্বি। ওয়া মিন শারি কিভ্বাতিল থিনা ওয়া মিন শারি কিভ্বাতিল কাব্বি। ওয়া মিন শারিল মাসীহিদাজ্জাল।
আল্লাহুয়াগ সিল খাত্বা ইয়া ইয়া বিয়া ইছ্বালক্বি ওয়াল বারাদি ওয়ানক্বি ক্বাল্বি মিনাল খাত্বা ইয়া কামা আন ক্বাই তাছ ছাওবাল আব ইয়াদ্বা মিনাদ্বা নাসি ওয়া বা ধন বাই নী ওয়া বাই না খাত্বা ইয়া ইয়া কামা বা আদ তা বাই নাল মাশ রিক্বি ওয়াল মাগ রিক্বি আল্লাহু ইল্লা! আউয়ুবিকা মিনাল কাসালি ওয়াল হারামি ওয়াল মা ছামি ওয়াল মাথ রায।

হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই তোমাদের বিপর্যয় ও জাহান্নামের আযাব, কবরের বিপর্যয় ও কবরের আযাব থেকে, গ্রহের বিপর্যয়কর ক্ষতি থেকে, দরিদ্রতার বিপর্যয়কর অভিশাপ থেকে এবং মসীহ দাজ্জালের ক্ষতি থেকে। হে আল্লাহ! তুমি আমার গুনাহগুলো বরফ-শিলা পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলো, আমার গুণের সমস্ত গুনাহ থেকে পরিষ্কার করো এবং আমার ও আমার গোহস্তলোর মাঝে এতটুকু দূরত্ব সৃষ্টি করে দাও তুমি যাতেটা দূরত্ব সৃষ্টি করেছো পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝে। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই অলসতা, বর্ধক্য, গুনাহের প্রবৃত্তি বন্ধ ও স্বপ্নশ্রুততা থেকে" (ব্র.সু.তি.সা.ই)।